Bangladesh J. Environ. Sci., Vol. 46, 207-217, 2024 @ BAED ISSN 1561-9206

প্রফেসর ড. এম.এ. সাত্তারের ২০২৩-২৪ সালে ৩টি আন্তর্জাতিক ও ১টি জাতীয় পদকের সম্মান লাভ ও স্বীকৃতি:সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

অধ্যাপক এ.এইচ.এম. জামান
গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগ
ফুলবাড়ীয়াডিগ্রী কলেজ, ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ

উপমহাদেশে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী, গবেষক, আবিস্কারক, শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক ও দার্শনিক ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিসনেস এগ্রিকালচার এন্ড টেকনোলজি, উত্তরা-১০, ঢাকা এর ইন্সটিটিউট অব এগ্রিকালচার এর শিক্ষক-প্রফেসর ড.এম.এ. সাত্তার ২০২৪ সালে ‘‘Nepal International Excellence Award-2024’’, “শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী পীস্ অ্যাওয়ার্ড ২০২৪”, মহত্মা গান্ধী পীস্ অ্যাওয়ার্ড ২০২৪ এবং ২০২৩ সালে “শেরে বাংলা গোল্ডেন এ্যাওয়ার্ড-২০২৩” পদক ও সম্মানে ভূষিত হন। শিক্ষায় বলিষ্ঠ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি এই তিনটি আন্তর্জাতিক ও একটি জাতীয় পদক, পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেন যার বর্ণনা, পরিচিতি ও আনুষ্ঠানিকতা পৃথকভাবে সার্টিফিকেট ও ক্রেস্টের মাধ্যমে সৌন্দর্য ও ঐতিহ্যে এখানে একটি অধ্যায়ে ভরে তোলা হল।

৭৫ বৎসর জীবনযাত্রায় ৫১ বৎসর ৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতাসহ (বাকৃবি-৪২ বৎসর, বশেমুরবিপ্রবি-৫.৫ বৎসরFIU-তে, ১ বৎসর ও IUBAT-২ বৎসর) প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. এম.এ. সাত্তার ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা উপজেলায় ধীতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণকারী (১২ জানুয়ারী ১৯৪৯ ইং) বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি), ময়মনসিংহ হতে প্রথম শ্রেণীতে স্নাতক (১৯৭০) ও স্নাতকোত্তর (১৯৭২) ডিগ্রী অর্জন করে ১৯৭৩ সালে মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগে লেকচারার পদে যোগদান করেন এবং সুদীর্ঘ ৪২ বৎসর শিক্ষকতা ও গবেষণায় বলিষ্ঠ অবদান রেখে বাকৃবিতে কৃষি অনুষদের ডিন হিসেবে কর্মজীবন সমাপ্ত করে ২০১৫ সালে অবসরে যান। পরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বশেমুরবিপ্রবি), গোপালগঞ্জে ৫.৫ বৎসর (২০১৬-২০২১), ঢাকায় ফারইস্ট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (FIU) ১ বৎসর (২০২২) এবং বর্তমানে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিসনেস এগ্রিকালচার ও টেকনোলজি (IUBAT), উত্তরা, ঢাকায় প্রায় গত ২ বৎসর শিক্ষকতা ও গবেষণায় কর্মরত।প্রফেসর সাত্তার ৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫১ বৎসর শিক্ষকতা জীবনে (প্রফেসর ৩৩ বৎসর) ৩টিতে ডিন, ২টিতে সিন্ডিকেট/রিজেন্ট বোর্ড সদস্য এবং ৬ বার বিভাগীয় প্রধান (চেয়ারম্যান) এর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বাকৃবি ও বশেমুরবিপ্রবি এই দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজ চেষ্টায় পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগও প্রতিষ্ঠা করেন যেখান থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী নিয়ে শতশত পরিবেশ বিজ্ঞানী দেশ সেবায় বরিষ্ঠ অবদান রাখছে। তিনি বিভিন্ন বিশ্ব বিদ্যালয়ে লেকচারার, সহকারী প্রফেসর, সহযোগী প্রফেসর ও প্রফেসর নিয়োগ কমিটিতে থেকে সুষ্ঠু শিক্ষক নিয়োগে দেশ সেবা ও জাতীয় অগ্রগতিতে বলিষ্ঠ অবদান রাখছেন।

১৯৭৬-৮৪ সালে মাত্র ২৬-৩৫ বৎসর বয়সে বাংলাদেশে প্রথম ব্যক্তি যিনি ৪টি PhD সমমানে ডিগ্রী অর্জন করে দেশকে সম্মানের আসনে স্থান করে দেন। তিনি বাকৃবিতে স্নাতকে ময়মনসিংহ জেলা পরিষদ বৃত্তি ও দাউদ ফাউন্ডেশন বৃত্তি এবং স্নাতকোত্তর গবেষণায় USAID ফেলোশিপে পড়াশুনা করেন। ফিনল্যান্ডে ফিনিশ সরকারের ফেলোশীপে LicPhil ও DPhil ডিগ্রী এবং পোষ্টডক গবেষণা ঈভাসকোলা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাসায়ন বিভাগের ল্যাবে সিনিয়র ফেলোসিপে কর্মরত থেকে এবং যুক্তরাষ্টে দুইটি ওপেন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ২টি DSc ও ScDডিগ্রির থিসিসের জন্য একই ল্যাবে উচ্চমান গবেষনা ও প্রকাশনা বিশ্বে বিজ্ঞান জগতে যুগান্তকারী সফলতা নিয়ে আসেন যেখানে ফিনল্যান্ডে ঈভাসকোলা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ১৯৭৯ সালে এ্যালেন ও আরটুরী নুসস্যান ফাউন্ডেশন পদক এবং ১৯৮২ সালে ওলারী ফাউন্ডেশন পদকে ভূষিত হন। ইতিহাসে তিনিই প্রথম বাংলাদেশী যিনি ফিনিশ সরকারের বৃত্তিতে ঈভাসকোলা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা, গবেষণা ও আবিস্কারে সুদীর্ঘ ৯ বৎসর (৩০০০ দিন)।

মহাপণ্ডিতত্ব অর্জন করেও দেশের মায়ায় ১৯৮৪ সালে ফিরে আসেন। ফিনল্যান্ডে পরিবেশ বিজ্ঞানের পেস্টিসাইড শাখায় তার গবেষণা, আবিস্কার ও প্রকাশনা এতই সুউচ্চে ছিলো যা পরে তাকে ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশে প্রথম কৃষি ও পরিবেশ বিজ্ঞানী হিসেবে দেশের সর্বোচ্চ সম্মান বাংলাদেশ বিজ্ঞান একাডেমীর স্বর্ণপদকও লাভ করেন।

প্রফেসর সাত্তার উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় প্রথম বাংলাদেশী হিসেবে ফিনল্যান্ডের ঈভাসকোলা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিভাগে ৯ বৎসর (১৯৭৬-৮৪), TWAS ফেলোশীপে ভারতের বিশ্বভারতীতে ভিজিটিং সায়েন্টিস্ট, পাকিস্তানের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসর, জার্মানীর কীল বিশ্ববিদ্যালয়ে DAAD ফেলো এবং জার্মানীর ডুইসবোর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেন ক্যাম্পাসে OPCWD ফেলো হিসেবে শিক্ষা, গবেষণা ও আবিস্কারে বলিষ্ঠ সুখ্যাতি অর্জন করেন। প্রফেসর সাত্তারের গবেষনা, প্রকাশনা ও আবিস্কার সুবিশাল ২০০০ এর অধিক-যেখানে আন্তর্জাতিক জার্ণালে ৪০, জাতীয় জার্ণালে ২০০, পত্র পত্রিকায় কলাম ৬৫০, বই পুস্তক ২৫০, সম্মেলন এ্যাবষ্টাক্ট ১৫০, সম্মেলন প্রসিডিংস ৫০, ট্রেনিং ও প্রশিক্ষণে প্রবন্ধ ৫০, মডেল/স্কীম (বিজ্ঞান) ২৬০, মডেল/স্কীম সাহিত্য/দর্শন, এমএস ছাত্রছাত্রীর থিসিস সুপারভাইজার ১৫০, পিএইচডি ছাত্রছাত্রীর থিসিস সুপারভাইজার ১৫, জাতীয় পরিবেশ বিজ্ঞান সম্মেলনের আয়োজক (কনভেনর) এবং আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সম্মেলনে অসংখ্যবার সেশন

চেয়ারম্যান এর দ্বায়িত্ব পালন করেন। বইয়ের অধ্যায়গুলো পৃথক করলে তবে তার প্রকাশনা দাঁড়াবে ১০,০০০ এর অধিক। তিনি ২৫টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সমিতির সদস্য। তিনি এদেশে বিজ্ঞানীদের জন্য প্রথম পরিবেশ সমিতি BAED (১৯৯২) প্রতিষ্ঠা করে সমিতির মাধ্যমে ৬ বার জাতীয় সম্মেলনের আয়োজন করেন। তিনিই এদেশে প্রথম পরিবেশ জার্ণাল Bangladesh Journal of Environmental Science ১৯৯৪ সাল থেকে Editor-in-chief হিসাবে ৪৫টি ভলিয়ম (১৯৭২-২০২৪) প্রকাশনার মাধ্যমে এদেশে শতশত পরিবেশ বিজ্ঞানী গড়ে তোলছেন। শিক্ষা, গবেষণা, সম্মেলনে যোগদান ও প্রবন্ধ পাঠ এবংপর্যটক হিসেবে তিনি ৩০টি দেশের ৮০টি শহর ভ্রমণ করেন।

কৃষি ফসল, মৃত্তিকা দূষণ, পেস্টিসাইড, খাদ্যদূষণ নিয়ন্ত্রণ, জলবায়ু পরিবর্তন, নিরাপদ খাদ্য, আর্সেনিক ও হেভী মেটাল, সার্ভে ও তথ্যাদি, মানুষের জীবনযাত্রা, কৃষি পরিবেশ মৃত্তিকা ও পেস্টিসাইড বিজ্ঞানে মডেল প্রয়োগ প্রভৃতি বিষয়ের উপর প্রফেসর সাত্তারের ৮০টির অধিক উদ্ভাবনী/মৌলিক (জার্ণালে প্রকারেরর ভিত্তিতে) আবিস্কার/সার্ভে ল্যাব/মাঠ গবেষণা প্রকাশনা রয়েছে। মাত্র ২৩ বৎসর বয়সে USAID ফেলোশীপে স্নাতকোত্তর গবেষণায় আবিস্কার এদেশে কৃষি বিষয়ে প্রথম উদ্ভাবন করেন যে মাটিতে ইউরিয়া সার প্রয়োগের পাশাপাশি জৈব পদার্থও দিতে হবে যেখানে চাষীরা ১৯৬৮-৭১/৭২ পর্যন্ত এদেশে মাটিতে ইউরিয়া প্রয়োগ বন্ধ করে দিয়েছিলো কারণ ইউরিয়া প্রয়োগে মাটি শক্ত তামা হয়ে যায় পরের ফসলে ফলন ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে। তার এই সফলতা চাষীরা বাড়ীঘরের আবর্জনা, লতাপাতা, গোবর, তরি তরকারি খোসা, পঁচানো জৈব পদার্থ ইত্যাদি প্রয়োগে বিপ্লব আসে ফলে ইউরিয়া প্রয়োগ ও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিতে মাইল ফলক ইতিহাস রচিত হয়। প্রফেসর সাত্তারের ঐ উদ্ভাবন ইন্ডিয়ান জার্ণাল ও এশিয়াটিক সোসাইটি জার্ণালে ১৯৭৪-৭৫ সালে ৩-৪টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। শালি কচুর নতুন জাত উদ্ভাবন করেন। খাদ্য ও শাক সবজি দূষণে পেস্টিসাইড রেসিডো বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে যেখানে নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তায়, তিনি ১৯৭৭-৮২ পর্যন্ত ওরগানো ক্লোরিন, ওরগানো ফসফরাস, এমসিপিএ, এমসিপিএ+মেটাবলাইট, ফেনক্সি হার্বিসাইড, ডিডিটি-টাইপ, ক্লোরিনেটেড ক্রেসল, ক্যাথেকল ও ফেনল প্রভৃতি ৩২টি পেস্টিসাইড ও টক্সিক রাসায়নিক দ্রব্যাদির TLC, GC, GC-MS এ্যানালাইসিস পদ্ধতির আবিস্কার, উন্নতি ও উদ্ভাবন ঘটান যেখানে বিশ্বে তিনিই প্রথম বিষাক্ত এমসিপিএ হার্বিসাইডের দুটি বিষাক্ত মেটাবলাইট ৪ ক্লোর-০-ক্রেসল এবং ৫-ক্লোর-৩-মিথাইল ক্যাথেকল শাকসবজি ও মাটি থেকে উদ্ভাবন করে কৃষি ও পরিবেশ বিজ্ঞান জগতে অমর হয়ে আছেন যেখানে ফিনল্যান্ডে ঈভাসকোলা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে ২ বার (২টি আবিস্কার, ২০-২৫টি আন্তর্জাতিক প্রকাশনা) পদক ও পুরস্কারে ভূষিত করে। এদেশে মাটি, পানি, খাদ্যশস্য, শাকসবজি, ধূলোবালি, পানি, মাছ প্রভৃতিতে আর্সেনিক ও অন্যান্য হেভী মেটাল-Cr, Pb, Hg, As, Ni প্রভৃতি সমস্যা/দূষণের শেষ নেই যেখানে প্রফেসর সাত্তার পরিবেশ গবেষণা কর্ম করে ৫০টির অধিক প্রকাশনা বের করছেন। মোটকথা শিক্ষা, গবেষণা, প্রকাশনা ও আবিস্কার এর পেক্ষাপটে প্রফেসর সাত্তার এদেশে যে সকল বিষয়ের পাইওনিয়ার বা জনকের আসনে অধিষ্ঠিত হতে পারেন ঐগুলো হচ্ছে (১) পরিবেশ বিজ্ঞান (১৯৭২-২০২৪), (২) পেস্টিসাইড বিজ্ঞান (১৯৭৬-২০২৪), (৩) মৃত্তিকা দূষণ (১৯৭২-২০২৪), (৪) মৃত্তিকা, পানি ও খাদ্যশস্যে আর্সেনিক ও হেভী মেটাল সমস্যাদি (১৯৯৫-২০২৪), (৫) পেস্টিসাইড ও হেভীমেটাল জনিত খাদ্য নিরাপত্তা (১৯৯৫-২০২৪), (৬) কৃষি, পেস্টিসাইড, পরিবেশ বিজ্ঞান, মৃত্তিকা বিজ্ঞানে স্কীমেটিক মডেলের ব্যবহার (১৯৭৬-২০২৪), (৭) বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন ও শিক্ষায় মডেলের ব্যবহার (১৯৭৬-২০২৪)। তার ২৫০টি বই তথ্য ও তত্ত্বে সমৃদ্ধ যা এদেশ ও জাতিকে আগামী দিনে শত শত বৎসর সামনে শিক্ষা, গবেষণা, আবিস্কার ও জাতীয় অগ্রগতিতে পথ দেখাবে যেখানে প্রতিটি পুস্তকই এদেশ ও জাতির এক একটি দার্শনিক শিল্প সাহিত্যের ভান্ডার। বইগুলো তারই নামে প্রতিষ্ঠিত তাদেরিই গ্রামে "ডক্টরস্ সাত্তার গ্রন্থাগারে" সংরক্ষিত যা এদেশ ও জাতির ইতিহাস স্বাক্ষর। মাত্র ৩.৫ বৎসরে পত্র পত্রিকায় ৬৫০-কলাম লেখা ও প্রকাশনা বিশ্বে বিরল বিষয় যেখানে প্রতিটি প্রকাশনা শিক্ষা ও গবেষণার মৌলিকতায় সমৃদ্ধ। তার স্বীকৃতিতে রয়েছে ৩৩টি জাতীয় ও/বা আন্তর্জাতিক পদক পুরস্কার যেখানে বাংলাদেশ বিজ্ঞান একাডেমীর স্বর্ণ পদক, পরিবেশ উন্নয়ন সমিতির পদক, গোল্ড মেডাল ফর বাংলাদেশ, শের-ই-বাংলা শিক্ষা ও গবেষণা পদক, ইন্দিরা গন্ধী পীস এ্যাওয়ার্ড, নেপাল ইন্টারন্যাশনাল এক্সিলেন্স এ্যায়ার্ড, ফিনল্যান্ডে এলেন ও আরটুয়ারী নুসোসান ফাউন্ডেশন পদক এবং ওলাভী ফাউন্ডেশন পদক উল্লেখযোগ্য। যেসকল আন্তর্জাতিক বই পুস্তক ও ডাইরেকটরীতে তার পরিচিতি ও জীবন বৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়েছে তা হচ্ছে-(১) ইন্টারন্যাশনাল ডাইরেকটরী অব ডিসটিনগুয়েষ্ট লিডারশীপ-১৯৯৫, (২) ইন্টারন্যাশনাল বুক অব অনার ৫ম ও ৬ষ্ঠ এডিশন-১৯৯৮, (৩) লিডিং ইন্টেলেকচ্যুয়েল অব দি ওয়াল্ড ৩য়-এডিশন-১৯৯৮, (৪) ৫০০ লীডারস অব ইনফ্লুয়েন্স-২০০১, (৫) গ্রেট মাইন্ডস অব ২১তম সেন্সরী-২০০২।উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক সম্মাননা ও স্বীকৃতিগুলো হচ্ছে তার-(১) ম্যান অবদি ইয়ার-১৯৯৭, (২) ইন্টারন্যাশনাল WHOSWHO অব 20thসেন্সরী এচিভমেন্ট-১৯৯৯, (৩) ইন্টারন্যাশনাল WHOS WHOঅব কনটেমপুরারী এচিভমেন্ট-১৯৯৯, (৪) সেন্সর রিসার্স বোর্ডঅব ডাইরেক্টর-১৯৯৯, (৫) চার্টার্ড ফেলো অনার-২০০৮।

তার স্ত্রী প্রফেসর ড. আফরোজা সাত্তার BA (Hons), MA, PhD, LicPhil, Postdoc, বাংলাদেশ ক্যাডেট কলেজ সার্ভিসে প্রথম মহিলা উপাধ্যক্ষ ও প্রথম মহিলা অধ্যক্ষ এবং এদেশে ডিজাষ্টার ম্যানেজমেন্ট শিক্ষা ও গবেষণায় পাইওনিয়ার (১৯৭৬-২০২৪) বাংলাদেশে প্রথম মহিলা ২টি PhD সমমান ডিগ্রীর অধিকারী এবং পোষ্টডকও রয়েছে বটে; ছেলে প্রফেসর ড. সানিয়াত BA(Hons.), MA, PhD, Postdoc জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের প্রফেসর এবং মেয়ে ডাঃ ক্লারাMBBS, BCS, FCPS বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। প্রফেসর সাত্তার এর জীবন বৃত্তান্ত পত্র পত্রিকা ও ম্যাগাজিনে ৭০ এর অধিকবার প্রকাশিত হয়েছে যেখানে তার মূল জীবন বৃত্তান্ত ১০০ পৃষ্ঠার অধিক।

এখানে ২০২৪ ও ২০২৩ গ্রহণ করা- প্রফেসর সাত্তার এর আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পদক, পুরস্কার এর পরিচিতি, সার্টিফিকেট ও ক্রেস্ট এর ছবি দেয়া হলো:

১। নেপাল ইন্টারন্যাশনাল এক্সিলেন্স এ্যায়ার্ড-২০২৪ ঃ প্রফেসর ড. এম এ সাত্তার

ক. এ্যায়ার্ড লেটার

नेपाल-बंगलादेश मैत्री संघ
Nepal-Bangladesh Friendship Association
Baneshwor, Kathmando, Nepal
Nepal Govt. Reg. No. 877

Date: 05-07-2024

To,
Pro. Dr. M.A Sattar
Professor
International University of Business Agriculture & Technology.
Dhaka, Bangladesh.

Subject: Final nominated Invitation to Nepal International Excellence Award-2024.

Dear Sir/Madam,

I hope this letter finds you in excellent health and high spirits. On behalf of the organizing team at the **Nepal Bangladesh Friendship Association**, I am delighted to extend a cordial invitation to you for the "**Tourism Development, Business Promote Program**," which will be held at the (Tourism Board Hall, Exhibition Road, Kathmandu, Nepal, on July 19, 2024) at 04:00 PM. In this program Chief Guest **Hon'ble Dol Prasad Aryal**, Minister, Ministry of Labour, Employment and Social Security. Special Guest **Hon'ble Bhagbati Chaudhary**, Minister, Ministry of Women, Children and Senior Citizen, **Dr. Narayan Khadka**, Member of the House of Representatives of Nepal, **Dr. Bhola Rijal**, Freedom Fighter & Gynaecology, **Mohan Bahadur Basnet**, Ex-Minister, Minister of State for Health, will be present there. We extend our heartfelt congratulations to you on being chosen as one of the esteemed recipients of the prestigious **"Nepal International Excellence Award-2024"**. Your remarkable contributions and exceptional achievements have made a significant impact in your field, and we are delighted to honor your accomplishments.

We are happy to inform you that fifteen geniuses of Bangladesh will be felicitated, In the event, you have been Nominated as a finalist to be awarded this award for your special contribution to the field of **Education.**

Therefore, we hope that by accepting the honor of our presence in this great event, Nepal will strengthen the culture, trade & brotherhood of Bangladesh. Attendance and cooperation in our recent event is highly desirable.

With Warm Regards,

Dindaya Rijal
President, NBFA
Nepal

Md. R. K. Ripon
Convenor & Co-Ordinator
Bangladesh

BD Address: 83/B, Mouchak Tower (7th Floor) Room- 808/1/A, Malibagh, Dhaka
Phone: +918274097925, 01511118241, E-mail: nbfabd2017@gmail.com,

খ. ক্রেস্ট পরিচিতি/সম্মান শিক্ষায় অবদান

প্রফেসর ড. এম এ সাত্তার

গ. সার্টিফিকেট (শিক্ষায় অবদান, স্বীকৃত সনদ)

২। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী পীস এ্যায়ার্ড-২০২৪ ঃ প্রফেসর ড. এম এ সাত্তার

ক. এ্যায়ার্ড লেটার

ভারত বাংলাদেশ সংহতি পরিষদ
VARAT BANGLADESH SONGHATI PARISHAD
৪১/এ, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা- ৭০০০০৯, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
৫৫/এ, পুরানা পল্টন (৯ম তলা), ঢাকা-১০০০, ০১৭১১১১৮২৪১, 71vision2009@gmail.com

তারিখ: ২০-১২-২০২৩

বরাবর
প্রফেসর ড. এম.এ. সাত্তার
অধ্যক্ষ
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এগ্রিকালচার এন্ড
টেকনোলজী (IUBAT)
উত্তরা, ঢাকা।

বিষয়ঃ মুক্তিযুদ্ধের বন্ধু শ্রীমতি ইন্দ্রিরা গান্ধী পীস্ অ্যাওয়ার্ড ২০২৪ এর জন্য চূড়ান্ত মনোনয়ন প্রসঙ্গে।

সুধী,
শুভেচ্ছা গ্রহণ করবেন।
আমাদের এক সুখ, এক কান্না, এক পিপাসা, ভূগোল ইতিহাসে আমরা এক, এক মাটি, এক মানুষ, এক মমতা। পরস্পর আমরা পর নই, আমরা পড়শি আর পড়শিই তো আরশির মুখ..! হ্যাঁ বন্ধু পড়শি হৃদয় আজ বড় ব্যাকুল আর এক পড়শির টানে, আর সেই আকুতি নিয়েই তো আবদ্ধ হতে চাই আরশির একই ফ্রেমে। প্রাণে প্রাণে মিলে যাক প্রাণ। সেই আশায় বুক বেঁধেছি মৈত্রীর বন্ধনে। আমাদের ভারত বাংলাদেশ সংহতি পরিষদ ও রেইনবো ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন এর সমন্বয়ে ভারত বাংলাদেশ সম্প্রীতি উৎসব ২০২৪, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও গুনীজন সংবর্ধনা জ্ঞাপনের আয়োজন করছি। অনুষ্ঠানটি আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ শনিবার, বারাসাত বিদ্যাসাগর অডিটোরিয়াম, পশ্চিমবঙ্গ, কোলকাতা, ভারত বিকেল ৩.০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের **মন্ত্রী, এমএলএ, মেয়রসহ** দুই বাংলার কবিসাহিত্যিক সঙ্গীত শিল্পী বুদ্ধিজীবি ও সাংবাদিকসহ খ্যাতিমান গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক **কারিগারি শিক্ষায়** অসামান্য অবদানের জন্য **মুক্তিযুদ্ধের বন্ধু শ্রীমতি ইন্দ্রিরা গান্ধী পীস্ অ্যাওয়ার্ড ২০২৪** প্রদানে আপনাকে প্রাথমিক ভাবে মনোনীত করা হয়েছে। চূড়ান্ত মনোনয়ের লক্ষ্যে আপনার এক কপি ছবি সহ সংযুক্ত ফরমটি পুরন করে ই-মেইলে (71vision2009@gmail.com) প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করছি।

অতএব, উক্ত অনুষ্ঠানে যথাসময়ে যথাস্থানে উপস্থিত থেকে **মুক্তিযুদ্ধের বন্ধু শ্রীমতি ইন্দ্রিরা গান্ধী পীস্ অ্যাওয়ার্ড ২০২৪** গ্রহণ ও সার্বিক সহযোগীতার জন্য আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

শুভেচ্ছান্তে-

এস. এম. আনোয়ার হোসেন অপু	আর কে রিপন	দিলিপ মুখপাধ্যায়
সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ চ্যাপটার	আহবায়ক	সভাপতি (ভারত চ্যাপটার)
ভারত বাংলাদেশ সংহতি পরিষদ	ভারত বাংলাদেশ সংহতি পরিষদ	ভারত বাংলাদেশ সংহতি পরিষদ

খ. ক্রেস্ট পরিচিতি/সম্মান শিক্ষায় অবদান

প্রফেসর ড. এম এ সাত্তার

গ. সার্টিফিকেট (শিক্ষায় অবদান, স্বীকৃত সনদ)

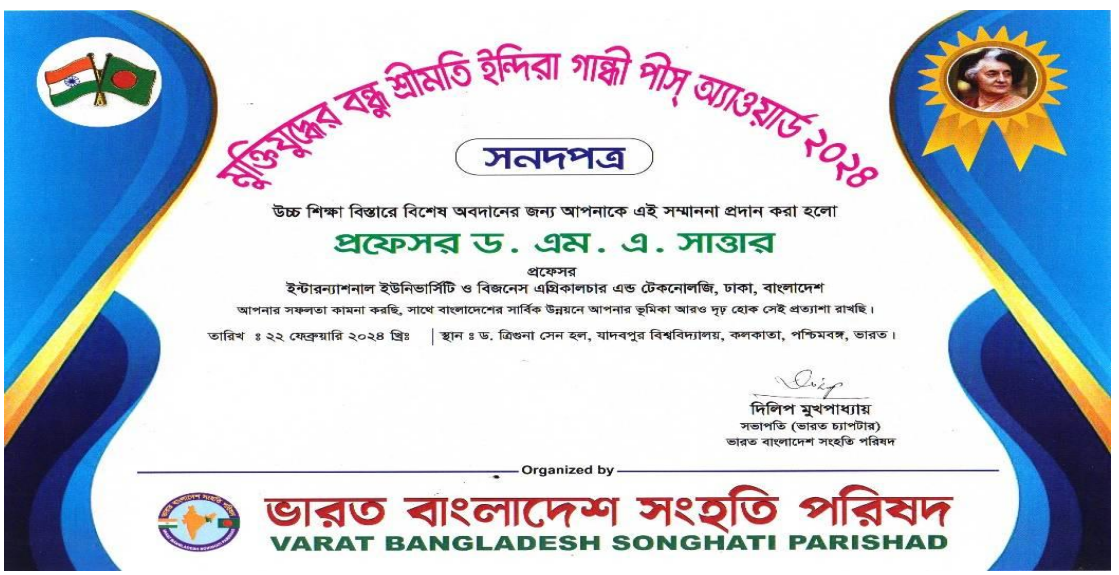

৩। শেরে বাংলা গোল্ডেন এ্যায়ার্ড-২০২৩ ঃ প্রফেসর ড. এম এ সাত্তার

ক. এ্যায়ার্ড

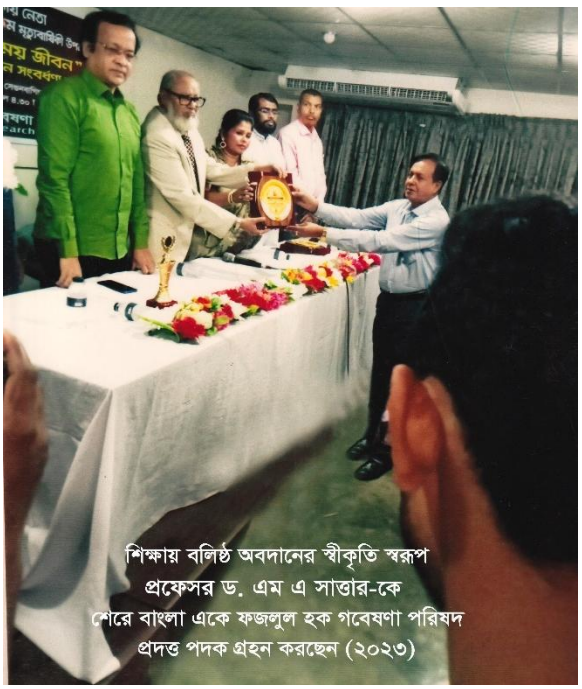

খ. ক্রেস্ট পরিচিতি/সম্মান শিক্ষায় অবদান

গ. সার্টিফিকেট/স্বীকৃত

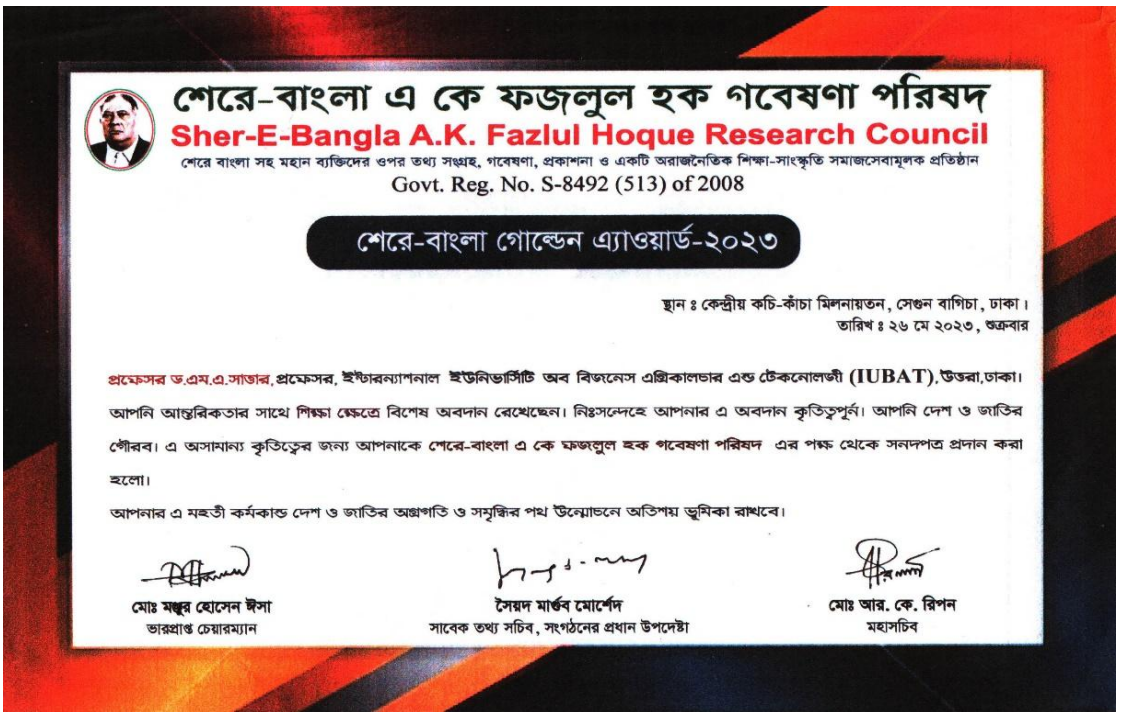

শেরে-বাংলা এ কে ফজলুল হক গবেষণা পরিষদ
Sher-E-Bangla A.K. Fazlul Hoque Research Council
শেরে বাংলা সহ মহান ব্যক্তিদের ওপর তথ্য সংগ্রহ, গবেষণা, প্রকাশনা ও একটি অরাজনৈতিক শিক্ষা-সাংস্কৃতি সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান
Govt. Reg. No. S-8492 (513) of 2008

শেরে-বাংলা গোল্ডেন এ্যাওয়ার্ড-২০২৩

স্থান ঃ কেন্দ্রীয় কচি-কাঁচা মিলনায়তন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
তারিখ ঃ ২৬ মে ২০২৩, শুক্রবার

প্রফেসর ড.এম.এ.সাত্তার, প্রফেসর, ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এগ্রিকালচার এন্ড টেকনোলজী (IUBAT),উত্তরা,ঢাকা। আপনি আন্তরিকতার সাথে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছেন। নিঃসন্দেহে আপনার এ অবদান কৃতিত্বপূর্ন। আপনি দেশ ও জাতির গৌরব। এ অসামান্য কৃতিত্বের জন্য আপনাকে শেরে-বাংলা এ কে ফজলুল হক গবেষণা পরিষদ এর পক্ষ থেকে সনদপত্র প্রদান করা হলো।

আপনার এ মহতী কর্মকান্ড দেশ ও জাতির অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির পথ উন্মোচনে অতিশয় ভুমিকা রাখবে।

মোঃ মঞ্জুর হোসেন ঈসা
ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান

সৈয়দ মার্ত্তব মোর্শেদ
সাবেক তথ্য সচিব, সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা

মোঃ আর. কে. রিপন
মহাসচিব

৪। মহত্মা গান্ধী পীস্ অ্যাওয়ার্ড ২০২৪ ঃ প্রফেসর ড. এম এ সাত্তার

ক. সার্টিফিকেট (শিক্ষায় অবদান, স্বীকৃত সনদ) ঃ

Mahatma Gandhi Peace Award-2024

Certificate

For Special Contribution to the Field of Education

Prof. Dr. M A Sattar

Professor

International University of Business Agriculture & Technology, Dhaka

'Mahatma Gandhi Peace Award-2024' provided. We wish him success in his career.

Date : 27 September 2024, Venue : Hotel Ornet, Bijoy Nagar, Dhaka

Subhdeep Chakraborty
President (India)
Bharat Bangladesh Cultural Society

Shah Alam Chunnu
Secretory (Bangladesh)
Bharat Bangladesh Cultural Society

Organised by :

ভারত বাংলাদেশ কালচারাল সোসাইটি
BHARAT BANGLADESH CULTURAL SOCIETY
কলকাতা অফিস ঃ ১০৪, গড়ফা, যাদবপুর, কলকাতা, ভারত।

খ. ক্রেস্ট পরিচিতি/সম্মান শিক্ষায় অবদান

প্রফেসর ড. এম এ সাত্তার মহত্মা গান্ধী পীস্ অ্যাওয়ার্ড-২০২৪ আনুষ্ঠানিক গ্রহন করছেন।

৫। নেলসন ম্যান্ডেলা পিস এ্যাওয়ার্ড-২০২৪ ঃ প্রফেসর ড. এম এ সাত্তার

ক. ক্রেস্ট পরিচিতি
(শিক্ষায় ও সমাজসেবায় বিশেষ অবদান ও স্বীকৃত সনদ) ঃ

খ. ক্রেস্ট পরিচিতি/সম্মান:শিক্ষায় ও সমাজসেবায় বিশেষ অবদান

গ. সার্টিফিকেট (শিক্ষায় বিস্তার ও সমাজসেবায় বিশেষ অবদানের জন্য)

ঘ. ক্রেস্ট পরিচিতি/সম্মান:শিক্ষায় ও সমাজসেবায় বিশেষ অবদান

প্রফেসর ড. এম এ সাত্তার নেলসন ম্যান্ডেলা পিস এ্যাওয়ার্ড-২০২৪ অনুষ্ঠানিক গ্রহন করছেন।

উপসংহারঃ

প্রফেসর ড. এম.এ. সাত্তার আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন শিক্ষাবিদ, গবেষক, বিজ্ঞানী, আবিস্কারক ও দার্শনিক যার রয়েছে ৫২ বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা, রয়েছে এদেশের প্রথম ব্যক্তি হিসেবে ৪টি পিএইচডি সমমান ডিগ্রী ও ২০০০ এর অধিক প্রকাশনা যেখানে জার্ণালে ৩০০টি বই পুস্তক ২৫০টি ও পত্রপত্রিকায় কলাম লেখা ৬৫০টি, রয়েছে ৩৬টি পদক পুরস্কার ও স্বীকৃতি; ২৮টি দেশে ৮০টি শহর ভ্রমণের খ্যাতি। দেশে ২টি প্রতিষ্ঠানে পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন ও ৩টিতে ডিনের দায়িত্ব ও ৬ বার বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব। রয়েছে অসংখ্য উদ্ভাবন, আবিস্কার ও প্রযুক্তির উন্নয়নে বলিষ্ঠ অবদান। দেশের প্রেক্ষাপটে শিক্ষা ও গবেষণায় যে সকল বিষয়ে পাইওনিয়ার (জনক) এর দাবীদার তা হচ্ছে-পরিবেশ বিজ্ঞান; পেস্টিসাইড বিজ্ঞান; মৃত্তিকা দূষণ; মৃত্তিকা, পানি ও খাদ্যশস্যে পেস্টিসাইড ও হেভী মেটালের দূষণ নিয়ন্ত্রণ; কৃষি, পরিবেশ মৃত্তিকা ও পেস্টিসাইড বিজ্ঞানে এবং সাহিত্যে গড়ে তোলা ৪০০-৫০০ মৌলিক মডেল উদ্ভাবনে বলিষ্ঠ অবদান। তার পরিচিতি ও জীবন বৃত্তান্ত ১০০ পৃষ্ঠার অধিক এবং পরিচিতি ৭০-৭৫ বার পত্র পত্রিকা, ম্যাগাজিনে, বই পুস্তক ও জার্ণালে প্রকাশিত হয়েছে। তার লিখিত নিম্নের পুস্তকে রয়েছে তারই পূর্ণাঙ্গ জীবন বৃত্তান্ত- ড. এম.এ. সাত্তার, ২০২৪, "৫০ বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতাসহ ৭৫ বৎসর জীবন দর্পণ", ISBN 978-984-35-5550-2, ১৮০ পৃষ্ঠা।

বাংলা ভাষায় তার সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চা সর্বজন স্বীকৃত ও ইতিহাস সমাধৃত, যেখানে রয়েছে পত্র পত্রিকায় ৬৫০ টি কলাম লেখা প্রকাশনা ও ২৫০ বই পুস্তক, যেখানে বাংলায় রচিত ১৫০ টি। বাংলা সাহিত্য শিল্পের উন্নয়নে তার রয়েছে বাংলা ভাষায় রচিত ১৫০ টির অধিক বই পুস্তক যা সাহিত্য, শিল্প (কবিতা, প্রবন্ধ, ছোট গল্প, জীবন ইতিহাস, স্মৃতি কথা ইত্যাদি), বিজ্ঞান, কৃষি, শ্লোগান ও ছড়া শিল্প, পরিবেশ, প্রকৃতি ও মানুষের বৈচিত্রময়ী জীবন দর্শন উন্নয়নে আগামী প্রজন্মকে নিঃসন্দেহে শতশত বৎসর সুপথের দিক দর্শন উপহার দিবে।

রেফারেন্সঃ

১. প্রফেসর আ. র. মোল্লা, প্রফেসর ড. এম. রহমান এবং প্রফেসর ড. আলম, মৃত্তিকায় আর্সেনিক ও হেভী মেটাল গবেষণা ও প্রকাশণায় প্রফেসর সাত্তার এদেশে পাইওনিয়ার ও শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী, দৈনিক জাহান, ২২ এপ্রিল, ২০১২ ইং। পরিবেশ বার্তা-৩; ১২৪-১২৯ পৃষ্ঠা, ISBN 978-984-33-0595-4.

২. মোঃ আতাউর রহমান, প্রফেসর এম.এম. রহমান, ড. এম. আলম এবং অধ্যাপক এ এইচ এম জামান, ২০০৯। এদেশে পরিবেশ শিক্ষা সম্প্রসারণে বিজ্ঞানী সাত্তার পাইওনিয়ার, দৈনিক জাহান, ১৪ মে, ২০০৯ ইং।

৩. বাংলাদেশ পরিবেশ উন্নয়ন সমিতি (ইঅউউ), প্রফেসর ড. এম.এ. সাত্তার এর ৬০তম জন্ম বার্ষিকী, ISBN 984-300-0030-74-8, প্রকাশনায় BAED, ১২৭ পৃষ্ঠা।

৪. ড.এম.এ. সাত্তার, ২০২১। আমার বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক জীবন দর্শন, ISBN 978-984-34-6755-3, ২১৫ পৃষ্ঠা।

৫. রাফায়েল শাহরিয়ার, ২০২১। এদেশে পরিবেশ বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণা শুরুর পূর্বে (১৯৮৯-৯১) বিজ্ঞানী সাত্তার পরিবেশ বিজ্ঞান বিষয়ে ১১৩টি প্রকাশনা পরিচিতি, Bangladesh J. Environ. Sci. Vol. 41, 101-103 pages.

৬. রাফায়েল শাহরিয়ার, ২০২৩। স্বরণীয় বরণীয় প্রফেসর ড. এম.এ. সাত্তার এর ৭৫তম জন্ম বার্ষিকী: তার সংক্ষিপ্ত অবদান ও স্বীকৃতি, Bangladesh J. Environ. Sci. Vol. 45, 147-152 pages.

৭. অধ্যাপক এ.এইচ.এম. জামান, ২০২৪। আলোকিত শিক্ষাবিদ ড. এম.এ. সাত্তার ভারতের শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী পীস এ্যাওয়ার্ড পদকে ভূষিত, সাপ্তাহিক ফুলখড়ি, ০১/০৪/২০২৪।